বৃক্ষ বীজ সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ

বীজ সংরক্ষণ বলতে আমরা বুঝি বীজ গজানোর গুনাবলী অপরিবর্তিত রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বীজের আয়ুষ্কাল বজায় রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা।

বীজ সংরক্ষণ কেন করবেন

- চারা উৎপাদন করার মৌসুমে নির্দিষ্ট আকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা উৎপন্ন করার লক্ষ্যে পরিমান মত বীজ এর মজুদ নিশ্চয়তার জন্য।
- পোকামাকড় ও বৈরী পরিবেশ থেকে বীজকে রক্ষার জন্য।
- প্রতি বছর সব বৃক্ষে একই পরিমান বীজ উৎপন্ন হয় না। বিধায় বীজ অজন্মার বছর বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য।
- অনেক সময় বীজের সুপ্ত অবস্থা ভাঙ্গার জন্যও বীজ গুদামজাত করা হয়।

বীজের আয়ুষ্কাল

আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে বীজকে সাধারণতঃ দু ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

স্বল্পজীবি বীজ :

যে সমস্ত বীজ গাছ থেকে সংগ্রহ করার বা ঝরে পড়ার পর দ্রুত অংকুরোদগম ক্ষমতা লোপ পায় তাকে স্বল্পজীবি বীজ বলে। এ সমস্ত বীজ সাধারণতঃ অধিকাংশই রসালো এবং সহজে গুদামজাত করা যায় না। তাই সংগ্রহ করার পর যত দ্রুত সম্ভব এ জাতীয় বীজ বপন করা দরকার। নিম, শাল, চম্পা, গর্জন, আগর, তেলশুর, চাঁপালিশ, ঢাকীজাম স্বল্পজীবি বীজের উদাহরণ।

দীর্ঘজীবি বীজ :

এ সমস্ত বীজ সাধারণতঃ কঠিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে এবং অনুকুল পরিবেশে অংকুরোদগম ক্ষমতা অনেক দিন পর্যন্ত বজায় থাকে। শীলকড়ই, সেগুন, গামার, লোহাকাঠ ইত্যাদি দীর্ঘজীবি বীজের উদাহরণ।

বীজ সংরক্ষণের সময় কাল

স্বল্পমেয়াদী সংরক্ষণ :

এ ধরণের সংরক্ষণ সাধারণতঃ অনধিক এক বছর (বীজ সংগ্রহ হইতে পরবর্তী বীজ বপন মৌসুম পর্যন্ত) এর জন্য করা হয়। কৃষক ও নার্সারি মালিকগণ সাধারণতঃ চট বা কাপড়ের বস্তা, পলিথিন ব্যাগ, মাটির পাত্র ও ড্রামে এ ধরণের সংরক্ষণ করে থাকেন।

দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ :

এ ধরণের সংরক্ষণ এক বছরের অধিক সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে। এ ধরণের সংরক্ষণ সাধারণতঃ হিমাগারে বা ফ্রিজে করা হয়। জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধিতি অনুসরণ করা হয়।

বীজ সংরক্ষণের পূর্বে করণীয়

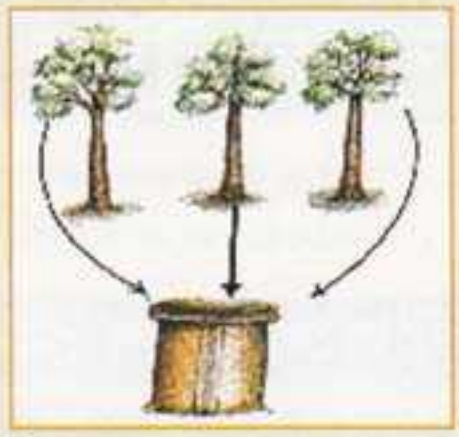

বীজ সংরক্ষণ ও গুদামজাত করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে :

- সুস্থ, সবল ও নিরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে একত্রে মিশাতে হবে।
- লক্ষ্য রাখতে হবে বীজ বা ফলের খোসা যেন বীজের গায়ে লেগে না থাকে।
- অপুষ্ট ও ভাঙ্গা বীজ এবং ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি বাছাই করে ফেলতে হবে।
- রোগাক্রান্ত বা পোকা-মাকড় যুক্ত বীজ থাকলে তা আলাদা করে ফেলতে হবে।
- বাছই করা বীজ রৌদ্রে ভাল ভাবে দুই-তিন দিন শুকাতে হবে যাতে বীজে জলীয় ভাগের পরিমাণ শতকরা ৮-১০ ভাগ থাকে।
- বীজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে সংরক্ষণ পাত্র নির্বাচন করুন।
- সংরক্ষণ পাত্রের গায়ে লেবেল দ্বারা বীজের নাম, উৎস ও সংগ্রহের তারিখ লিখে রাখুন।

বীজ কোথায় সংরক্ষণ করবেন

- বীজ সংগ্রহের পাত্র সব সময় পরিষ্কার ও শুকনা হতে হবে।
- বীজের পরিমান কম হলে ঢাকনাযুক্ত টিনের কৌটা, ছিপিযুক্ত অস্বচ্ছ কাঁচের বোতল বা প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। খোলা পাত্রে কোন অবস্থাতেই বীজ রাখা উচিত নয়।
- পাত্রের তুলনায় বীজ কম হলে পাত্রের উপরস্থ খালি জায়গা ছাই, কাগজ অথবা কাঠকয়লা দিয়ে পূর্ণ করে দিন।
- বীজের পরিমাণ বেশি হলে ঢাকনাযুক্ত ড্রাম, মাটির বড় পাত্র কিংবা পলিথিন ব্যাগযুক্ত চটের বস্তা ব্যবহার করুন।
- বীজ অথবা বীজ ভর্তি পাত্র কোন অবস্থাতেই স্যাঁতসেঁতে জায়গায় রাখা উচিত নয়।
- পাত্র যে রকম হউক না কেন তাহা মেঝেতে না রেখে কিছুটা উঁচু পাটাতনে রাখুন।
- সরাসরি আলো প্রবেশ করে না এবং বায়ু চলাচল করে এমন জায়গায় বীজপাত্রে বীজ সংরক্ষণ করুন।
- ইঁদুর বা অন্য কোন প্রকার প্রাণী যাতে বীজের কোন ক্ষতি করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

গুদামজাতকালীন সময়ে ছত্রাক বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

- বীজ সংরক্ষণের সময় বীজের সাথে নিম, নিশিন্দা, তামাক, বিষকাটালি গাছের শুকনো পাতা, পাট বীজের গুড়া বা ন্যাপথলিন রেখে দিন।
- প্রতি কেজি বীজে ১-২ চামচ নিম, বাদাম বা ভেরেন্ডার তেল দিয়ে বীজের উপরিভাগে মাখিয়ে সংরক্ষণ করুন।
- সংরক্ষণের পূর্বে এক লিটার পানিতে এক মিলিলিটার সুমিথিয়ন ৫০ইসি বা লিমিথিয়ন ৫০ইসি জাতীয় কীটনাশক হালকাভাবে স্প্রে করুন।
- কড়ই জাতীয় বীজ দানাদার কীটনাশক এবং ছাই মিশিয়ে সংরক্ষণ করুন।
- বর্ষাকালে বীজ সংরক্ষণ করা রোদে দিন এবং পোকা অথবা ছত্রাক আক্রান্ত কোন বীজ দেখলে তাহা সাথে সাথে আলাদা করে ফেলুন।

সুস্থ সবল চারার জন্য চাই পুষ্ট নিরোগ বীজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮
ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.
Web site : www.bfri.gov.bd, E-mail : bfri_ttt@ctpath.net